ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৬২/ No. 62
ফাল্গুন ১৪২০/মার্চ ২০১৪
Falgun 1420/March 2014

গণতন্ত্রায়ণ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(Democratization: A Theoretical Analysis)

তাসলিমা আক্তার*

Abstract: *The terms democracy and democratization are increasingly being used in form of government. Democracy described as a system of government under which the people exercise the governing power either directly or through representative periodically elected by them. On the other hand, democratization is implemented phenomena of democratic political system. It is the transition to a more democratic political regime. Democratization may be the transition from an authoritarian regime to a full democracy, a transition from an authoritarian political system to a semi-democracy or transition from a semi-authoritarian political system to a democratic political system. So, it is said that, democratization development has often been slow, violent and marked by frequent reversols. It is influenced by various factors, including economic development, history, culture, homogeneous population, education, social equality, civil society, previous experience with democracy, election, political parties, foreign intervention etc. However, democratization ensures sustainable human development, empowerment and emancipative values. The main objective of this article is to discuss about the theoritical aspects of democracy as well as democratization.*

ভূমিকা:

অসংগঠিত, বিক্ষিপ্ত ও শৃঙ্খলাহীন আদিম সমাজ ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত, উন্নত এবং আধুনিক করার প্রয়াসে যে পদক্ষেপগুলো (যেমন-উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আবির্ভাব ও এর পরিবর্তন তথা সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন) গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং এর বিবর্তন ও পরিবর্তন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধন করা। জনকল্যাণ সাধনের মূল হাতিয়ার হলো সুশাসন। আর সুশাসনের প্রধান ভিত্তি হলো সরকার পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সুশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হলো 'গণতন্ত্র'। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সরকারের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব।

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

সে কারণে আধুনিক কালে বিদ্যমান বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র তুলনামূলকভাবে বেশি জনপ্রিয় এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল। দার্শনিক জর্জ পাপান্দ্র বলেছেন, "সহিংসতা অথবা সন্ত্রাস গণতন্ত্রের ভিত্তি নয়। যুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা, অপরের অধিকার ও উচ্চাশার প্রতি সম্মানই গণতন্ত্রের ভিত্তি।"[১] যুগে যুগে গণতন্ত্রের পদধ্বনি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। মানুষ ধীরে ধীরে হলেও এর স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) বলেছেন, "বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের Third Wave বা তৃতীয় ঢেউ চলেছে যার শুরু আশির দশকের প্রথম দিকে। এ ঢেউ শীর্ষে উঠলো ১৯৮৯ সালে যখন মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের এবং তারই ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলো।"[২] পরবর্তী সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের অসংহতি, পূর্ব ইউরোপের রাজনীতিতে গণতন্ত্রায়ণ, বহু-জাতিক কোম্পানীগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রসার, বিশ্বব্যাপী বাজার অর্থনীতির সূচনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি গণতন্ত্রকে যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক বৈশ্বিক রূপ দিয়েছে। সেকারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কেবলমাত্র শাসন ব্যবস্থার ধারণার মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে মহৎ এক আদর্শে পরিণত হয়েছে। Dr. Carlton Clymer Rodee, Dr. Totton James Anderson এবং Dr. Carl Quemby Christal প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ গণতন্ত্রের আলোচনাকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন, প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে এক ধরনের সরকার পদ্ধতি বা ব্যবস্থাকে (One kind of governmental system) বোঝায়, যেখানে জনগণ বা অধিক সংখ্যক জনগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্বাবধায়ক। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র বলতে একটি জীবন ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে (A way of life) বোঝায়।[৩] কাজেই সাম্প্রতিক সময়ে যে কোন সমাজ ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক উন্নতি রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

অপর দিকে, গণতন্ত্রায়ণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় অথবা কোন অগণতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় (যেমন: আন্দোলন, যুদ্ধ, বিপ্লব) অবতীর্ণ হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইতিহাস, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সমতা, সাংস্কৃতিক, সমজাতীয় জনসাধারণ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষা ও সুশীল সমাজ গণতন্ত্রায়ণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলত: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর বা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াই হলো গণতন্ত্রায়ণ। গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া দেশের গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য, টেকসই মানব

---

১ Maniruzzaman, Talukder, Politics & Security of Bangladesh, UPL, Dhaka. p.149-153.

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫৩;

৩ Rodee C.C ed., Introduction to Political Science, New York, Mc Grow-Hill Book company, 1973, p-93.

উন্নয়ন (sustainable human development), ক্ষমতায়ন এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। তাই দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নে, রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক কর্ম উদ্যোগে উৎসাহ দানে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে তথা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রতি অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমে গণতন্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার নানদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গণতন্ত্র: তাত্ত্বিক ধারণা

গণতন্ত্র একটি বহুমুখী ধারণা। দেশ, কাল ও তাত্ত্বিকভেদে এর ধরন ও ধারণা একেক রকম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে Krishna Kumar-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-"Democracy is a concept which is not amenable to a single precise definition. With each author its meaning, contour and contents differ. One emphasizes one aspect the other another. To borrow an old expression, democracy is like a hat which has lost its shape & form because everybody wants to wear it."[৪] Krishna Kumar এর উল্লিখিত বক্তব্যের যথার্থতা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের সংজ্ঞার আলোকে গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় যে, গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকার কাঠামোকে বুঝায় যেখানে 'সার্বভৌম ক্ষমতা' থাকে জনগণের হাতে, যা জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চর্চা করে। অর্থাৎ, গণতন্ত্র হলো এমন একটি সরকার কাঠামো যা জনগণ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। গণতন্ত্রের আধুনিক রূপ হলো 'জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র'।

গণতন্ত্র (democracy) ধারণাটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দ demokratia থেকে যার মূল অর্থ হলো demos (জনগণ) ও kratos (শাসন)। গ্রিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে হেরোডোটাস (Herodotus) পঞ্চম খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে সর্বপ্রথম জনগণের শাসন বুঝাতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজি ভাষায় গণতন্ত্র প্রবেশ করে ষোড়শ শতকে ফরাসি শব্দ democratic থেকে যা প্রকৃতপক্ষে গ্রিক ভাষায় উৎপত্তি লাভ করেছিল।[৫] গ্রিসীয় গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ বা অংশগ্রহণমূলক, যাতে সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে সরকারি নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত। কিন্তু, বাস্তবে প্রাচীন গ্রিসীয় নিয়ম অনুসারে জনগণ বলতে স্বাধীন পুরুষ নাগরিককে বুঝাত—নারী, দাস ও অনাগরিকগণ জনগণ পদবাচ্য হত না। কাজেই প্রাচীন গ্রিসীয় গণতন্ত্র আধুনিক গণতন্ত্রের মতো

---

৪. Kumar, Krishna (Editor), Democracy & Non-violence: A study of their Relationship, Delhi: Citizen's Peace Committee, p-216.

৫. Mannan, Md. Abdul, Elections and Democracy in Bangladesh, Academic Press & Publishers, Dhaka, 2005, p-4

সর্বজনীন রাজনৈতিক সমতার (Universal political equality) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না[৬]।

আধুনিক গণতন্ত্র প্রাচীন গ্রিসীয় গণতন্ত্রের মতো প্রত্যক্ষ নয় বরং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপক জনসংখ্যা ও বিস্তৃত ভৌগোলিক সীমারেখার কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই সবচেয়ে বেশি কার্যকর। আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে, আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু, Agreement of the people, Declaration of Independence Ges Declaration of the Rights of Man আধুনিক গণতন্ত্রের বিকাশে তিনটি মাইলফলক— যেগুলো জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাছাড়া শিল্প বিপ্লব, রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলন আধুনিক গণতন্ত্রের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

গণতন্ত্র সম্পর্কে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের (Abraham Lincoln) বিখ্যাত সংজ্ঞা 'জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার, জনগণের জন্য সরকার' (Democracy is a government of the people, by the people & for the people)[৭] গণতন্ত্রের বর্তমান ধারণার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। আব্রাহাম লিংকন তার সংজ্ঞায় যদিও সরকার ও জনগণের মধ্যকার জটিল সম্পর্ককে সরলীকরণ করেছেন তথাপি জনগণই যে গণতন্ত্রের মূল বিষয় তা এ সংজ্ঞায় গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রকে মনে করা হয় শাসনের একটা প্রক্রিয়া (A process of ruling) যার মধ্যদিয়ে জনগণ নিজেদেরকে শাসন করে।

গেটেল (Gettle) বলেছেন, 'গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার যাতে সংখ্যাধিক্য জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পায় '(Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power)[৮] আবার, অধ্যাপক আর. এম. ম্যাকাইভার (R. M. Maclver) লিখেছেন-"Democracy is not a form of government, democracy is a way of life... democracy grows into its beings."[৯] অর্থাৎ, গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকার পদ্ধতি নয় বরং এটা একটি জীবন পদ্ধতিও; গণতন্ত্র এর অস্তিত্বের মধ্যেই ক্রমশ: বিকশিত হতে থাকে । যুগ যুগ ধরে বিকশিত হবার পর গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৬. Mannan, Md. Abdul, Elections and Democracy in Bangladesh, Academic Press & Publishers, Dhaka, 2005, p.4-5

৭. Ranney, Austin, Governing An Introduction to Political Science, 7th ed., London, Prentic Hall International Ltd., 1996, p-94.

৮. Mohajan, V.D., Recent Political Thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p-65.

৯. জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), গণতন্ত্র, প্রকাশনায় মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫ ।

অধ্যাপক সেলীর (Seeley) মতে,"গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে"[১০] (Democracy is a government in which every one has a share)। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যায় কোন শাসন ব্যবস্থাতেই সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকৃত মস্তিস্ক, সমাজদ্রোহী এবং উন্মাদ ব্যক্তিগণ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ হতে বঞ্চিত হয়। তবে গণতন্ত্রে জনগণের এক বিরাট অংশ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আবার, লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তার "Modern Democracies" নামক গ্রন্থে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "Democracy is that or of government in which the ruling of a state is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole."[১১] অর্থাৎ গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগত ভাবে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে নিয়োজিত না থেকে বরং সমাজের সকল সদস্যের হাতে নিয়োজিত থাকে। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । এতে জন্মগত বা বংশগত কারণে কাউকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় না। কাজেই আমরা দেখি যে, গণতন্ত্রে জনগণের প্রাধান্য বিদ্যমান এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস ; জনগণই সার্বভৌম।

রাজনৈতিক সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় । এতে মনে করা হয় যে, সকল ব্যক্তিই রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমান । ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, আয় নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার থাকবে। এজন্য গণতন্ত্রে এক ব্যক্তি, এক ভোট (One man, one vote) নীতি অনুসরণ করা হয় এবং সকলের ভোটই সমমূল্যের। এ দিক বিবেচনা করে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-"প্রত্যেক নাগরিককে তার পছন্দ প্রকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে যা অন্য নাগরিকদের পছন্দের সমমূল্যের বলে বিবেচিত হবে।" (Each citizen must be ensured an equal opportunity to express a choice that will be counted as equal in weight to the choice expressed by any other citizen).[১২] এটা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রণীত আইনের আশ্রয়ে বসবাস করতে পারে এবং জনগণই এ ব্যবস্থায় আঘাত ও স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আধুনিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী W. F. Willoughby এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন-"Representation in government is regarded today

---

১০. আহমদ, এমাজ উদ্দিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২ ।

১১. Bryce, Lord, Modern Democracies, Vol-1, p-20.

১২. Dahl, Robert. A., Democracy & Its Critics, Yale University Press, 1989, p-109.

অধ্যাপক সেলীর (Seeley) মতে,"গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে"[১০] (Democracy is a government in which every one has a share) । কিন্তু, বাস্তবে দেখা যায় কোন শাসন ব্যবস্থাতেই সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকৃত মস্তিস্ক, সমাজদ্রোহী এবং উম্মাদ ব্যক্তিগণ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ হতে বঞ্চিত হয়। তবে গণতন্ত্রে জনগণের এক বিরাট অংশ শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আবার, লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তার "Modern Democracies" নামক গ্রন্থে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "Democracy is that or of government in which the ruling of a state is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole."[১১] অর্থাৎ গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার যাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগত ভাবে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে নিয়োজিত না থেকে বরং সমাজের সকল সদস্যের হাতে নিয়োজিত থাকে। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । এতে জন্মগত বা বংশগত কারণে কাউকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় না। কাজেই আমরা দেখি যে, গণতন্ত্রে জনগণের প্রাধান্য বিদ্যমান এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস ; জনগণই সার্বভৌম।

রাজনৈতিক সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় । এতে মনে করা হয় যে, সকল ব্যক্তিই রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমান । ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, আয় নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার থাকবে। এজন্য গণতন্ত্রে এক ব্যক্তি, এক ভোট (One man, one vote) নীতি অনুসরণ করা হয় এবং সকলের ভোটই সমমূল্যের। এ দিক বিবেচনা করে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-"প্রত্যেক নাগরিককে তার পছন্দ প্রকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে যা অন্য নাগরিকদের পছন্দের সমমূল্যের বলে বিবেচিত হবে।" (Each citizen must be ensured an equal opportunity to express a choice that will be counted as equal in weight to the choice expressed by any other citizen).[১২] এটা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রণীত আইনের আশ্রয়ে বসবাস করতে পারে এবং জনগণই এ ব্যবস্থায় আঘাত ও স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আধুনিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী W. F. Willoughby এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন-"Representation in government is regarded today

[১০] আহমদ, এমাজ উদ্দিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ১৯৯৮, প". ১৩২ ।

[১১] Bryce, Lord, Modern Democracies. Vol-1. p-20.

[১২] Dahl. Robert. A., Democracy & Its Critics, Yale University Press. 1989. p-109.

as a process whereby individuals within the state have the capacity to express freely their desires on government policy through formed elections, upon discussed and position to those in office. Instead of government officials being virtual representatives, they are considered responsible representatives."[১৩]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা মোটেই অযৌক্তিক হবে না যে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের, স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। কিন্তু তাই বলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত এবং স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে না। গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। বস্তুত, জনগণ এবং তাদের মতামতই গণতন্ত্রের প্রাণ। সেকারণে গণতন্ত্রের মর্মবাণী হচ্ছে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ও মানব উন্নয়ন।[১৪] সুতরাং বলা যায় যে গণতন্ত্রের আবেদন অপরিহার্য ও সর্বজনীন।

গণতন্ত্রের মূলনীতি:

গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকার জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মূলত, গণতন্ত্র হলো-"A political device to fulfill interest and objectives of people." সেকারণে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনা প্রসঙ্গে এর মূলনীতি সম্পর্কে ও আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে Lyman Tower Sargent -এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। Lyman Tower Sargent তার Contemporary Political Ideologies : Comparative Analysis (1981) গ্রন্থে গণতন্ত্রের মূলনীতির কয়েকটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। উপাদানগুলো হলো :[১৫]

- Citizen involvement in political decision making; (রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ)
- Some degree of equality among citizens; (জনগণের মধ্যে সমতার মাত্রা)
- Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens; (জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার মাত্রা)
- A system of representation; (প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা)
- An electoral system -majority rule. (নির্বাচন পদ্ধতি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে)

---

১৩. W. F. Willoughby, The Government of Modern States. West View Press, New York. p-114.

১৪. United States Information Agency. What is Democracy,1991. Elizabeth Hanson, ÔÔDemocratic Principles for the Twenth First Century" Dhaka. USIS. 1992.

১৫. Sargent, Lyman Tower, Contemporary political Ideologies: Comparative Analysis. 1981. p-131.

গণতন্ত্রায়ণ: অর্থ ও প্রকৃতি

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রায়ণের দাবী সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। গণতন্ত্রায়ণ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর কার্যপ্রক্রিয়া গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় অথবা গণতন্ত্রে উত্তোরণ ঘটে। এরূপ উত্তোরণ কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা থেকে আংশিক গণতন্ত্রে এবং পূর্ণ গণতন্ত্রে ঘটতে পারে। অর্থাৎ, অগণতান্ত্রিক যে কোন অবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক অবস্থায় উত্তোরণ অথবা উত্তরণের প্রচেষ্টা (যেমন: আন্দোলন, যুদ্ধ, বিপ্লব)-কেই গণতন্ত্রায়ণ বলে। গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া কেমন হবে, কখন হবে এবং কিভাবে হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতির প্রকৃতি (শিল্প বা কৃষি নির্ভরতা) এবং সুশীল সমাজের ওপর।[১৬]

যদিও সর্বপ্রথম গণতন্ত্র প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রীসে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নগররাষ্ট্রে যে গণতন্ত্রের প্রকাশ ঘটে তা বর্তমান বিশ্বে অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় ইউরোপে গীর্জার স্তরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ও সামন্ততন্ত্রের প্রসারের দরুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বটে তবে গণতন্ত্রের ভাবধারা অনুপস্থিত ছিলনা। বরং একথা সত্য যে, মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সকল মহৎ আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক ভাবধারার ক্ষেত্রে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রসার পরিলক্ষিত হয় আধুনিক কালে এবং এ সময়েই প্রকৃত গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। মূলত, ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপ অর্থাৎ গ্রেট বৃটেন, অষ্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস ও মার্কিন উপনিবেশগুলিতে গণতন্ত্র ক্রমশ শিকড় বিস্তার করে। তখন থেকেই গণতন্ত্রের চরম সাফল্য সূচিত হতে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে গণতন্ত্রায়ণের ধারা একইভাবে প্রভাবিত হয়নি। এই প্রক্রিয়া কোথাও ধীরগতি সম্পন্ন, কোথাও সহিংস কোথাও বার বার বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে।[১৭]

গ্রেট বৃটেনে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। এখানে গণতন্ত্রায়ণ দীর্ঘকালব্যাপী একটি প্রক্রিয়ায় ছিল। রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যারা সেখানে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কায়েমের জন্য আন্দোলন করেছিল, এক হিসাবে তারাই ছিলেন গণতন্ত্রের অগ্রদূত। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠিত হয়। এরপর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের গণপ্রতিনিধি আইন (Representation of the People Act)- এর মাধ্যমে নির্বাচনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এভাবে গ্রেট বৃটেনে গণতন্ত্রায়ণ ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে। একারণেই বৃটেনের সংবিধান অলিখিত, লিখিত নয়। আবার গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া

[১৬] 16.Chowdhury, Mahfuzul Haq, Democratization in South Asia, Ashgate Publishing Limited, England, 2003, p-2.

[১৭] Christian Welzel & Ronald Inglehart, "The Role of Ordinary people in Democratization", The Journal of Democracy, 2008, 19: 126-40.

কখনো সহিংস রূপ ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধ, রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটতে পারে। আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও সেখানে দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ব্যাপী গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বার বার বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সীমিত ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও নেপোলিয়ন বিপ্লব পরবর্তী সময়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রে পুরুষদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও পুনরায় দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। অন্যদিকে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী সময়ে হিটলারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলে। এরপর পুনরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া বার বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই সকল বাধা অতিক্রম করতে সহিংসতা ও রক্তপাত ঘটেছে। এখনও অনেক উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রায়ণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চলছে। বার্মা বা মায়ানমার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আবার গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় যে প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে সেই একই প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ ঘটেনি। উদাহরণ হিসেবে এশিয়ায় গণতন্ত্রায়ণের প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া উল্লেখ করা যায়। অধিকাংশ এলাকা সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন থাকায় এশিয় দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্রায়ণের পথে অগ্রসর হয়েছে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে।

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) তার "The End of History and the Last Man" শীর্ষক গ্রন্থে গণতন্ত্রায়ণের সংজ্ঞায় বলেন, এ হচ্ছে মানবিক সরকারের চূড়ান্ত হিসেবে উদারনীতিক গণতন্ত্রের উত্থান (... rise of liberal democracy as the final form of human government)।[১৮]

অপরদিকে, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) গণতন্ত্রায়ণের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন ভূবনব্যাপী প্রেক্ষাপটে। তার মতে, ঐতিহাসিকভাবে গণতন্ত্রায়ণের তিনটি প্রবাহ বিদ্যমান।[১৯] তিনি গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত সময়ে চিহ্নিত করেছেন।

১৮. Fukuyama, Francis, "The End of History and the Last Man" the Journal of international affairs, 1992.

১৯. Huntinton, S.P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, p.55-60.

Wave	Period
First, long wave of democratization	1828-1926
First reverse wave	1922-1942
Second short wave democratization	1943-1962
Second reverse wave	1958-1975
Third wave of democratization	1974

প্রথমটি ঘটে উনবিংশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ নাগরিকের ভোটাধিকার অর্জন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ সময়ে বিশ্বে উনত্রিশটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। কিন্তু ১৯২২ সালে ইটালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতারোহণের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রবাহের মন্দা শুরু হয় এবং এ ধারা ১৯৪২ সন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ে বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বারটিতে নেমে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায় সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের মাধ্যমে। ১৯৬২ সনে বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ছত্রিশটিতে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৬২ সন থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গণতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রবাহের মন্দা পরিলক্ষিত হয়। হান্টিংটনের মতে, গণতন্ত্রায়ণের এই দ্বিতীয় প্রবাহ একটি পর্যায়ে তার গতি হারিয়ে ফেলে বিশেষ করে ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থান ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংকটের কারণে। এ সময়ে বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ত্রিশটিতে নেমে আসে। ১৯৭৪ সন থেকে গণতন্ত্রের তৃতীয় প্রবাহ শুরু হয় ল্যাটিন আমেরিকায় ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসন-উত্তর পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে, যেমন- পূর্ব জার্মানী, পোলান্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহে। এ সময় বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা দ্বিগুণে এসে দাঁড়ায়। হান্টিংটনের মতে, গণতন্ত্রায়ণ কেবলমাত্র উদারনীতিক গণতন্ত্রের সাথেই সম্পৃক্ত, অন্য কোন আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[২০]

গণতন্ত্রায়ণের উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

- গণতন্ত্রায়ণ কেবল পাশ্চাত্যের উদারনীতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে জড়িত। কেননা, উদারনীতিক গণতন্ত্রে উত্তরণের পরে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্যকোন উচ্চতর ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। যদি হয় তাকে গণতন্ত্রায়ণ বলা যাবে না, তা গণতন্ত্রের ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলুপ্তি বলে চিহ্নিত হবে।

---

২০. Huntington, op. cit., p-67.

- গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া কখনো ধীরগতি, কখনো সহিংস রূপ ধারণ করতে পারে। এমনকি তা বার বার বাধাগ্রস্তও হতে পারে।
- স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যে প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিশেষ করে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন দেশগুলোতে একই প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ ঘটেনি।

গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার শর্তাবলী :

গণতন্ত্রায়ণের পথ সুগম করা সহজ-সরল কোন বিষয় নয় কিংবা একক কোন বিষয়ের ওপরও নির্ভরশীল নয়। সাফল্যজনকভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টি অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তা স্থায়ীত্ব লাভ করলেও প্রাচ্যের দেশগুলোর অনেকগুলোতেই গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও নানা কারণে তা বাধাঁগ্রস্ত হয়েছে এবং সে কারণে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। আবার উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আপত দৃষ্টে গণতন্ত্রের প্রচলন ঘটেছে বলে মনে হলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ বিষয়ে সন্দেহ থেকেই গেছে। এই প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত শর্তাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার

একটি দেশে রাজনীতি ও সরকারি কর্মপ্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক হয়েছে কিনা তার প্রথম ও প্রধান কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগে ভোটারের নিজস্ব মত ও পছন্দের স্বাধীনতা। কারণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ তাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত করে 'জনগণের শাসন' প্রত্যয়টিকে সফল করার সুযোগ পায়। আর সেকারণে অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রায়ণের লক্ষ্যে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের বিষয়টিই কেবল গণতন্ত্রে উত্তরণের যথেষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ নয়। বরং ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক স্বাধীনভাবে, নিজস্ব মতামত অনুযায়ী, ভীতিমুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে কিনা এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি যদি ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক বাধাঁগ্রস্ত হয় তাহলে গণতন্ত্রায়ণ বা গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক বা মৌলিক নিশ্চয়তা বিধান করা যায়নি বলে ধরে নিতে হবে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার উপস্থিতি

স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সবসময়ই একদলীয় শাসনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। রাজনৈতিক দল ও সরকারকে এসব রাষ্ট্রে আলাদা করে দেখা হয় না। একটি মাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতার চরমে অবস্থান করে সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক দল, এক সরকার এবং এক রাষ্ট্রের ধারণা চরম অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের অধিকার হরণের স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হওয়ায় আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কার্যক্রমকে অনুমোদন করে। তাই একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও তাদের সক্রিয় কার্যক্রম আধুনিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের অন্যতম প্রধান উপায়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় আদর্শ অনুযায়ী কর্মসূচি তৈরি করে, নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায়। এর মাধ্যমে ভোটারদের সামনে বিকল্প কর্মসূচি ও প্রার্থী হাজির করে। এই বিকল্প কর্মসূচি ও প্রার্থীর মধ্য থেকে ভোটার তার পছন্দ অনুযায়ী ভোট প্রদান করে; চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। গণতন্ত্রায়ণের জন্য জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে বহু দলের নামে মাত্রাতিরিক্ত দলের উপস্থিতি, কথায় কথায় দল ত্যাগের প্রবণতা এবং নতুন দল গঠন গণতন্ত্রায়ণের চেয়ে দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় ।

সংবিধান

গণতন্ত্রায়ণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী পদক্ষেপ হলো জনমতের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত জণপ্রতিনিধি অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন করা। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিই হচ্ছে সংবিধান। সেকারণে দেশের সার্বভৌম আইন এবং রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সকল নাগরিকের জন্য সংবিধান সমভাবে প্রযোজ্য। কার্যত; সংবিধানই হচ্ছে সরকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার এবং নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তার চাবিকাঠি। তাই সরকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী বিধিনিষেধ আরোপ, সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে পৃথকীকরণ ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে লিখিত ও প্রকাশ্য সংবিধানের উপস্থিতি এবং ওই সংবিধানকে মান্য করে চলার দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রায়ণের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে থাকার কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা, দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া এবং সংবিধানকে অবজ্ঞা করা হলে ধরে নিতে হবে এর মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ণ হয়নি।

কার্যকর আইনসভা

নির্বাচিত আইনসভার কার্যকারিতা গণতন্ত্রায়ণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গুরুত্বপূর্ণ সকল জাতীয় সমস্যাসহ সকল

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র স্থান হবে আইনসভা। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আইনসভায় আসন গ্রহণকারী সকল দলকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আইনসভা তার এই ভূমিকা পালন করতে না পারলে সমস্যা সমাধানের স্থান হয়ে ওঠে রাজপথ, আন্দোলন, সহিংসতা ইত্যাদি। ফলে রাজনীতি হয়ে ওঠে বিরোধপূর্ণ, দফাওয়ারী ও অস্থিতিশীল। এরূপ পরিস্থিতি গণতন্ত্রকে বিনাশ করে, সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করে এবং রাজনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই কার্যকর আইনসভা রাজনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আইনের শাসন

যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজেরই মৌলিক অঙ্গিকার হলো আইন কর্তৃক সকলকে সমভাবে সংরক্ষণ করা। তাই গণতন্ত্রায়ণের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে আইনের শাসন। অর্থাৎ, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে, আইনের দৃষ্টিতে দেশের সকল নাগরিক সমান হবে এবং আইনের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য হবে মানুষের অধিকার রক্ষা করা ; অধিকার সৃষ্টি করা নয়। অথচ আইন তার নিজস্ব গতি হারালে, সকল নাগরিককে বার বার সমান চোখে দেখতে ব্যর্থ হলে এবং কোন কোন আইনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের বদলে হরণ হলে গণতন্ত্রায়ণ বা গণতন্ত্রে উত্তরণের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়নি বলে ধরে নিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য ও কার্যকারিতা গণতন্ত্রায়ণের আর একটি পদক্ষেপ। গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে- ব্যক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে বৈধভাবে তার চাহিদা পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হবে, ব্যক্তির নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি তার অধিকার ফেরত পেতে চায় তাহলে সে বিচার বিভাগ নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হবে, কোন ব্যক্তি বিচারকের কাছে নয়। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার প্রতিবিধানের জন্য ব্যক্তি পুলিশ বাহিনীর দ্বারস্থ হবে, ব্যক্তি-পুলিশ বা অন্যকোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে নয়। ঠিক তেমনি, চিকিৎসার জন্য ব্যক্তি হাসপাতালের দ্বারস্থ হবে, ব্যক্তি চিকিৎসকের নিকট নয়। যখন এর ব্যত্যয় ঘটে অর্থাৎ, বিচার বিভাগের তুলনায় ব্যক্তি-বিচারক যখন মুখ্য হয়ে ওঠেন, কিংবা ব্যক্তি-পুলিশ অথবা ব্যক্তি চিকিৎসক যখন মুখ্য হয়ে ওঠেন তখন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির অধীনস্ত হয়, এতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হয় এবং গণতন্ত্রের গালে চপেটাঘাত করা হয়। এর মাধ্যমে কোন ক্রমেই গণতন্ত্রায়ণের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সামাজিক সমতা

গণতন্ত্রায়ণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সামাজিক সমতা। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমাজে অসমতা বিরাজমান থাকলে বঞ্চিত জনগণ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এমনভাবে ব্যস্ত থাকে যে, গণতন্ত্র অথবা গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা উদাসীন থাকে। এছাড়াও, চরম অসম সমাজে গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টনের বিষয়টি এলিটবৃন্দের কাছে চরম বিপজ্জনক মনে হওয়ায় তারা গণতন্ত্রে উত্তরণের সকল প্রচেষ্টার একরকম বিরোধিতাই করে। এরকম অবস্থায় গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার পথ সহজ হয়ে ওঠে তখনই যখন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এলিটগণ অনুধাবন করতে পারে যে, বঞ্চিত জনগণ যে কোন সময় তাদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতে পারে অথবা মনে করে যে, গণতন্ত্রায়ণের পথ উন্মুক্ত করলে তাদের কায়েমী স্বার্থ খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সুতরাং, সমতাবাদী সমাজে সহজেই গণতন্ত্রায়ণ সফল করা যায়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরোহণ ও ক্ষমতা ত্যাগের সুস্পষ্ট পদ্ধতি

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরোহণ ও ক্ষমতা ত্যাগের জন্য সংবিধানসম্মত পদ্ধতির উপস্থিতি ও তার কার্যকারিতা গণতন্ত্রায়ণের আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে কোন রকম অস্পষ্টতা থাকলে এবং স্বীকৃত পদ্ধতিকে অমান্য করার মানসিকতা সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

গণতন্ত্রায়ণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গণতন্ত্রায়ণের পথ পরিক্রম করতে হলে তাকে অবশ্যই এসকল বিষয়কে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে পূর্ণ মর্যাদায় বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে সেসকল রাষ্ট্রের জনগণ গণতন্ত্রের সুবাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে মানব জন্ম স্বার্থক করে তুলতে পারবে।

গণতন্ত্রায়ণ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্রায়ণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কোথাও ধীরগতি সম্পন্ন, কোথাও সহিংস, কোথাও আবার বার বার বাধাগ্রস্ত হয়। মূলত, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উন্নত রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া স্থায়ীত্ব লাভ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বার বার বাধাঁগ্রস্ত হচ্ছে। আর একটি দেশে গণতন্ত্রায়ণের মাত্রা কি-রূপ তা পরিমাপ করা যায় গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার কার্যকর শর্তাবলীর আলোকে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযোদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত দাবি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যদিয়ে দেশের শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের যাত্রা থেমে যায়। এরপর বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের আবার পুনপ্রবর্তন করা হয় যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। তথাপি এখানে প্রকৃত গণতন্ত্রায়ণ হয়েছে কি-না নিম্নের আলোচনার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা কারণে ভোটারদের ভোট প্রদানের বিষয়টি স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি । সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের বেহাল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নির্বাচনে নানারকম ত্রুটির বিষয় আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। তথাপি, বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে ভোটাধিকার প্রয়োগের মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠেছে। তারা ভয়-ভীতি মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দমত ভোধিকার প্রয়োগের প্রত্যাশা করে। তাদের এই আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালে ছবিসহ ভোটার আইডি কার্ড, স্বচ্ছ ব্যালট বক্স এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইভিএম পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার উপস্থিতি

বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। নেতৃত্বের দুর্বলতা, দলের অভ্যন্তরে সীমিত গণতন্ত্রের চর্চা, অভ্যন্তরীণ দলীয় মতানৈক্য ও কোন্দল, দল ত্যাগের প্রবণতা, আদর্শগত বিরোধ, প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের অভাবের কারণে এখানে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, রাজনৈতিক দল কি জনকল্যাণের জন্য না ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার জন্য। যে গণতন্ত্রের জন্য দল ব্যবস্থা প্রয়োজন সেই গণতন্ত্রের চর্চা অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই করে না। ফলে ওই সব দল ক্ষমতায় এসে জাতীয় পর্যায়ও গণতন্ত্রের চর্চা না করায় গণতন্ত্রকে টেকসই করতে পারছে না। তথাপি, বর্তমানে বাংলাদেশে '৯০ এর পর হতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে যা গণতন্ত্রায়ণের শুভ সূচনার বার্তা বহন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে সাধারণ জনগণ নামসর্বস্ব দলগুলোর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দকে সাধারণ জনগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করছে না। জনগণের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে প্রাথমিক ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

বাংলাদেশে একটি উত্তম সংবিধান রয়েছে। যদিও সে সংবিধানকে সর্বোচ্চ দলিল হিসেবে মান্য করে- রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বাংলাদেশে যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি। অনেক সময়ই ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে সংবিধানকে ব্যবহার করার প্রবণাতা লক্ষ করা যায়- যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছে।

আইনসভার কার্যকারিতা

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনপ্রবর্তন করা হলে সকলের প্রত্যাশা ছিল জাতীয় সংসদ তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবে। অথচ সরকারি দলের অনমনীয় ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জন অথবা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কারণে অকারণে বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ খুব কমই জাতীয় সকল সমস্যা ও বিতর্ক নিরসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পেরেছে। ফলে যে কোন রাজনৈতিক সমাধান সংসদ কেন্দ্রিক না হয়ে তা হয়ে ওঠে রাজপথ কেন্দ্রিক। রাজনীতিতে সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা এক সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিতে পেশী শক্তির প্রভাব, হরতাল, অবরোধ সাধারণ জনগণের নিকট বিরক্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় সংসদের নির্লিপ্ত ভূমিকার বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতেই অবলোকন করে।

উপসংহার :

গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। এর মূল কথাই হলো জনগণ এবং জনগণের সাধারণ ইচ্ছার বাস্তবায়ন। আর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নামই গণতন্ত্রায়ণ। এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর কার্যপ্রক্রিয়া গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় অথবা গণতন্ত্রে উত্তোরণ ঘটে। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রায়ণের দাবী ও প্রচেষ্টা সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচন অনুষ্ঠান, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন, সংবিধান প্রণয়ন, সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযোজন, মৌলিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপসমূহ গণতন্ত্রায়ণকে ফলপ্রসু করে তোলে। তাইতো পণ্ডিতগণ গণতন্ত্রায়ণকে টেকসই মানব উন্নয়নের (sustainable human development) অপরিহার্য শর্ত হিসেবেও চিহ্নিত করেছে। তাই বলা যায় যে, গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য গণতন্ত্রায়ণ অপরিহার্য।

তথ্য নির্দেশিকা:

আহমদ, এমাজ উদ্দিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ১৯৯৮, পৃ. ১৩২ ।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), গণতন্ত্র, প্রকাশনায় মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫ ।

Bryce, Lord, Modern Democracies, Vol-I, p-20.

Chowdhury, Mahfuzul Haq, Democratization in South Asia, Ashgate Publishing Limited, England, 2003, p-2.

Christian Welzel & Ronald Inglehart, ``The Role of Ordinary people in Democratization", The Journal of Democracy, 2008, 19: 126-40.

Dahl, Robert. A., Democracy & Its Critics, Yale University Press, 1989, p-109.

Fukuyama, Francis, "The End of History and the Last Man" the Journal of international affairs, 1992.

Huntington, op. cit., p-67.

Huntinton, S.P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, p.55-60.

Kumar, Krishna (Editor), Democracy & Non-violence: A study of their Relationship, Delhi: Citizen's Peace Committee, p-216.

Maniruzzaman, Talukder, Politics & Security of Bangladesh, UPL, Dhaka, p.149-153.

Mannan, Md. Abdul, Elections and Democracy in Bangladesh, Academic Press & Publishers, Dhaka, 2005, p-4.

Mohajan, V.D., Recent Political Thought, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 1990, p-65.

Ranney, Austin, Governing An Introduction to Political Science, 7th ed., London, Prentic Hall International Ltd., 1996, p-94.

Rodee C.C ed., Introduction to Political Science, New York, Mc Grow-Hill Book company, 1973, p-93.

Sargent, Lyman Tower, Contemporary political Ideologies: Comparative Analysis, 1981, p-131.

United States Information Agency, What is Democracy,1991. Elizabeth Hanson, "Democratic Principles for the Twenth First Century" Dhaka, USIS, 1992.

W. F. Willoughby, The Government of Modern States, West View Press, New York, p-114.